[2021] 8 এস. সি. আর. 772

এমওএইচডি। রাজা ও একজন

বনাম

গীতা @গীতা দেবী

(2021 সালের সিভিল আপিল নং 6098)

অক্টোবর 04,2021

[এম. আর. শাহ এবং এ. এস. বোপান্না, জেজে।]

দেওয়ানি কার্যবিধি, 1908: Or.XII r। 6 - ভর্তির উপর ডিক্রি-উত্তরদাতা-বাদী দখল, বাধ্যতামূলক/স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং মেসন লাভের জন্য মামলা দায়ের করেছেন বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলা সম্পত্তি-আবেদনকারীরা নিজেকে মামলা সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করে এবং দাবি করে যে বিবাদী নং। ভাড়াটিয়া ছিল এবং বিবাদী নং 2-এর পক্ষে মামলা সম্পত্তি/প্রাঙ্গণ রয়েছে-লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদীদের মামলাটি ছিল যে তারা 'এখন' বাদীর ভাড়াটিয়া নয় বরং মামলা সম্পত্তির প্রকৃত ডি মালিক-এতে আরও বলা হয়েছিল যে বিবাদী নং। 2 বাদী এবং মামলার কাছ থেকে মামলা সম্পত্তি কিনেছিল বাদী বিরুদ্ধে চুক্তির নির্দিষ্ট কার্যকারিতা বিচার আদালতে বিচারের জন্য মুলতুবি ছিল-বিবাদীদের দ্বারা লিখিত বিবৃতি দায়ের করার পরে, বাদী Or.XII r এর অধীনে ভর্তির উপর ডিক্রি পাস করার জন্য বিচার আদালতে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। 6 সিপিসি-ট্রায়াল কোর্ট বিবাদী নং বলে আবেদনটি খারিজ করে দেওয়া হয়। 2 বাদীর মালিকানা এবং মামলা সম্পত্তিতে তাদের ভাড়াটিয়া সম্পর্কে কোনও স্বীকারোক্তি দেয়নি-হাইকোর্ট, তবে, পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মঞ্জুর করে এবং আপিলের ভিত্তিতে বিবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য ডিক্রি পাস করেঃ লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদীদের দ্বারা বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে তারা 'এখন' বাদীর ভাড়াটিয়া নয়, বরং মামলা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক-এটি বিতর্কিত নয় এবং এমনকি বিবাদী নং 2-এর ক্ষেত্রেও বিবাদীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলা সম্পত্তি-অতএব, এই পর্যায়ে, বিবাদী নং 2 কে মালিক বলা যাবে না কারণ নির্দিষ্ট পারফরম্যান্সের জন্য তার মামলা ছিল বিচারাধীন রায়-নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ডিক্রি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন তার পক্ষে পাস করা হয় এবং/অথবা বিক্রয় দলিলটি এই জাতীয় ডিক্রি অনুসারে কার্যকর করা হয়, তাকে মামলা সম্পত্তির মালিক বলা যায় না এবং বাদী মালিক হিসাবে অবিরত থাকে এবং বিবাদী নং । ভাড়াটিয়া হিসাবে অবিরত থাকে-অতএব, উপরোক্ত এইচ যথাযথভাবে বিবাদীদের পক্ষে একটি ভর্তি হিসাবে বিবেচিত হয়

বাদী নং ।-এর মালিকানা এবং বিবাদীর ভাড়াটিয়া-হাইকোর্ট এ যথাযথভাবে ভর্তির উপর ডিক্রি পাস করেছে-তবে, হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত ডিক্রি বাদী নং । দ্বারা দায়ের করা নির্দিষ্ট পারফরম্যান্সের জন্য মামলার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে। 2 .

আপিল খারিজ করে আদালত

বলা হয় যতক্ষণ না নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলাটি বিবাদীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিশেষত বিবাদী নং 2, তাকে মালিক বলা যায় না এবং তাই বাদী-বিবাদী মালিক এবং বিবাদী নং । হিসাবে অব্যাহত থাকে। ভাড়াটিয়া হিসাবে অবিরত। অতএব, উপরোক্ত বিষয়টিকে যথাযথভাবে বিবাদীদের পক্ষ থেকে সি-এর বিষয়ে বাদীর মালিকানার স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিবাদী নং । একজন ভাড়াটিয়া। অতএব, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সিপিসির আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির উপর ডিক্রি পাস করেছে যা মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে ভুল বলা যায় না। যাইহোক, একই সময়ে, যখন মূল মামলা কার্য সম্পাদন মুলতুবি রয়েছে, হাইকোর্টের জারি করা ডিক্রি সর্বদা বাদীর বিরুদ্ধে 2 নং আসামীর দায়ের করা উক্ত মামলার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে এবং যদি শেষ পর্যন্ত সে মামলায় সফল হয় এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি ডিক্রি পাস হয় এবং ট্রায়াল কোর্ট দখলের জন্য ডিক্রি পাস করে (যদি অনুরোধ করা হয়), তবে ই প্রয়োজনীয় পরিণতি অনুসরণ করবে এবং বাদী, বিষয় সাপেক্ষে আপীল দায়ের করার জন্য, নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলায় যে ডিক্রি পাস করা যেতে পারে তা মেনে চলতে হবে। [অনুচ্ছেদ 8,9] [778-এফ-এইচ; 779-এ-বি] হিমানি অ্যালয়েস লিমিটেড বনাম। টাটা স্টিল লিমিটেড (2011) 15 এস. সি. সি 273 এফ [2011] 7 এস. সি. আর 60-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2011] 7 এসসিআর 60 উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ 5

সিভিল অ্যাপেললেট জুরিশনঃ সিভিল আপিল No.6098 এর

2021

2019-এর সিভিল রিভিশন পিটিশন No.175 এবং 2019-এর সিএম অ্যাপ্লিকেশন No.35781-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের 14.11.2019 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

সানোবর আলী, অনুরাগ রাওয়াত, ইরশাদ আহমেদ, আইনজীবীরা। এর জন্য আবেদনকারীরা। হর্ষ কুমার, শ্রীমতী শিখা গগৈ, শ্রীমতী আনজু কে ভার্কি, আইনজীবীরা। উত্তরদাতার জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল এম. আর. শাহ, জে ।। 2019 সালের 175 নং দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার পিটিশনে নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট সি বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত 2 নং দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার আদেশ বাতিল ও বাতিল করে উক্ত দেওয়ানি পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং ফলস্বরূপ সিপিসির আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির উপর উচ্ছেদের একটি ডিক্রি পাস করে, মূল বিবাদীরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছে।

2. সংক্ষেপে বর্তমান আপিলের দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি নিম্নরূপঃ - D.

2.2 যে উত্তরদাতা-মূল বাদী এখানে দিল্লির সিনিয়র সিভিল জজ, (পূর্ব) কারকারডুমার আদালতে মূল আসামীদের বিরুদ্ধে 2018 সালের দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন, দখল, বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা, স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে মেসন লাভের জন্য যা No.246/4, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইস্ট স্কুল ব্লক, মন্দাওয়ালি, দিল্লি (এরপরে মামলা সম্পত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। এটা ছিল। অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে যে তিনি 15.01.2013 থেকে মামলা সম্পত্তির বমালিক এবং আসামী নং। হলেন ভাড়াটিয়া তারিখের ভাড়া চুক্তির মাধ্যমে ভাড়াটিয়া, যিনি বাদীকে কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অবৈধভাবে বাদী নং 2-এর কাছে সম্পত্তি হস্তান্তর করেন এবং এইভাবে বাদী নং ।-এর ভাড়াটেত্ব প্রত্যাহার/সমাপ্ত করেছেন 17.07.2018। এইভাবে বাদী মালিকানা দাবি করেন এবং দাবি করেন যে মূল আসামী নং। হলেন ভাড়াটিয়া।

2.2 এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে বিবাদীরা লিখিত বিবৃতি দাখিল করেছে (এর বিষয়বস্তু নীচে এখানে আলোচনা করা হবে)। এর পক্ষে দায়ের করা লিখিত বিবৃতির পর বিবাদীরা, বাদী সি. পি. সি-র আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির বিষয়ে একটি ডিক্রি পাস করার জন্য লার্ড ট্রায়াল কোর্টে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন এই ভিত্তিতে যে লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীরা স্বীকার করেছেন যে বাদী মালিক এবং বিবাদী নং। মামলা সম্পত্তির ভাড়াটিয়া। আসামীদের পক্ষ থেকে উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করা হয়। সিপিসি-র পক্ষ থেকে আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে একটি বিস্তারিত জবাব দাখিল করা হয়েছিল।

[এম আর শাহ, জে।]

আসামীরা। এরপরে বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট 27.07.2019 তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে বলেছে যে বিবাদীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতি থেকে এটি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট যে বিবাদী নং 2 বাদীর মালিকানা এবং মামলা সম্পত্তিতে তাদের ভাড়াটিয়া সম্পর্কে কোনও স্বীকারোক্তি দেয়নি।

3. সি. পি. সি-র দ্বাদশ আদেশ বিধি 6-এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করে এবং ভর্তির উপর ডিক্রিটি পাস করতে অস্বীকার করে, বি-লার্ড ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত তারিখ 27.07.2019-এর আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, বাদী-উত্তরদাতা এখানে হাইকোর্টের সামনে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি পেশ করেন। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট উক্ত পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মঞ্জুর করেছে এবং সিপিসির আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে আবেদনটি খারিজ করে লার্ড ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক পাস করা সি আদেশটি বাতিল করে দিয়েছে এবং ফলস্বরূপ বাদীর পক্ষে এবং বিবাদীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য একটি ডিক্রি পাস করেছে। এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদীদের পক্ষে এটি নির্দিষ্ট মামলা ছিল-এখানে আপিলকারীরা যে বিবাদী নং 2 মামলা সম্পত্তির পরম মালিক এবং বাদীকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে এবং তাই সে মামলা সম্পত্তির মালিক হিসাবে রয়েছে। যাইহোক, এটি লক্ষণীয় যে বিবাদী নং 2 চুক্তি/চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য বাদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিল যার ভিত্তিতে বিবাদী নং 2 মামলা সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করছে এবং উক্ত মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে।

4. হাইকোর্টের রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মূল আসামীরা বর্তমান আপিলটি পছন্দ করেছেন।

5. মূল বিবাদী আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী সানোবর আলী জোরালোভাবে বলেছেন যে মামলার এফ তথ্য ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট সিপিসি-র আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির বিষয়ে একটি ডিক্রি পাস করার ক্ষেত্রে বস্তুগত ভুল করেছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে হাইকোর্ট এই সত্যটি উপলব্ধি করতে এবং বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে বিবাদীদের পক্ষ থেকে কোনও স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ছিল না যে বাদী মালিক এবং বিবাদী/জি বিবাদী নং। ভাড়াটিয়া। এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই কোনও স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভর্তির অভাবে বাদী ভর্তির উপর ডিক্রি পাওয়ার অধিকারী হবেন না। হিমানি অ্যালোয়স লিমিটেড বনাম-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর রিলায়েন্সকে স্থাপন করা হয়েছে। টাটা স্টিল লিমিটেড (2011) 15 এস. সি. সি 273-এ রিপোর্ট করেছে।

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

5.1 এটি আরও উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা জমা দেওয়া হয় আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, শুধুমাত্র বাদী পক্ষের পক্ষ থেকে কোনও নির্দিষ্ট স্বীকারোক্তি নেই যে বাদী মামলা সম্পত্তির মালিক, তবে বিবাদী নং 2-এর পক্ষ থেকে এটি নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে তিনি বাদী কর্তৃক সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তি অনুসারে মামলা সম্পত্তির পরম মালিক এবং বিবাদী নং 2 একটি পরিমাণ অর্থ প্রদান করেছেন। এক কোটি টাকা। 19 বাদীকে লক্ষ লক্ষ টাকা এবং তাই তিনি মালিক হিসাবে মামলা সম্পত্তির অধিকারী।

5.2 আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি আরও জমা দিয়েছেন যে অন্যথায় বাদী নং 2 দ্বারা দায়ের করা মূল মামলাটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য বাদী বিক্রির চুক্তি লার্ড ট্রায়াল কোর্টে বিচারাধীন এবং সেই মামলায় বাদী নং 2-এর পক্ষে একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

6. মূল বাদীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী হর্ষ কুমার বর্তমান আপিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এটি জমা দেওয়া হয় যে মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে এবং লিখিত বিবৃতির বক্তব্য বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বাদীই মালিক বলে বিবাদীদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে। তিনি বিবাদীদের পক্ষে দায়ের করা লিখিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলিতে আমাদের নিয়ে গেছেন-এখানে আপিলকারীরা।

6.1 এটি উপস্থাপিত হয় যে এটি আসামীদের পক্ষ থেকে মামলা আরও বিশেষভাবে বিবাদী নং 2 যে তিনি মামলার মালিক সম্পত্তি, তাই তিনি মালিক হিসাবে মামলা সম্পত্তির অধিকারী। এটি জমা দেওয়া হয় যে বিবাদী নং। 2 বিক্রির চুক্তির ভিত্তিতে মালিকানা দাবি করছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে বিক্রির চুক্তিটি আদৌ মালিকানা প্রদান করে না। যে ব্যক্তির পক্ষে বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়, সে হয় সম্পাদিত বিক্রয় দলিল অনুসারে মালিক হয়ে যায়। নির্বাহক দ্বারা এবং/অথবা চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য একটি ডিক্রি পাস করা হয়েছে। এটি জমা দেওয়া হয় যে এমনকি বিবাদী নং 2-এর মামলা অনুসারে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে

6.2 এটি জমা দেওয়া হয় যে যদি লিখিত বিবৃতিটি সামগ্রিকভাবে হ জি বিবেচনা করেছেন, সেই ক্ষেত্রে বিবাদীদের পক্ষ থেকে একটি স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বাদীই মালিক এবং এমনকি বিবাদী নং 1-এর পক্ষে ভাড়াটিয়াও স্বীকার করা হয়েছে। যাইহোক, বিবাদী নং 2-এর পক্ষ থেকে মামলাটি হল যে তিনি মালিক এবং একজন মালিক হিসাবে তিনি দখলে রয়েছেন যার কোনও আইনি ভিত্তি নেই। এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট যথাযথভাবে সিপিসি-র আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির বিষয়ে একটি ডিক্রি এইচ পাস করেছে।

7. আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান পরামর্শদাতাকে দীর্ঘ সময় ধরে শুনেছি।

8. শুরুতে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে এখানে উত্তরদাতা হিসাবে-বাদী সম্পত্তি দখল, বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা, স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে মেসন লাভের জন্য মামলা দায়ের করেছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে No.246/4, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ইস্ট স্কুল ব্লক, মান্ডাওয়ালি, দিল্লি-এখানে আপিলকারীরা, মামলা সম্পত্তির মালিক বলে দাবি করে এবং দাবি করে যে বিবাদী নং । ভাড়াটিয়া এবং বিবাদী নং ।-এর সাব-আছে-মামলা সম্পত্তি/প্রাঙ্গণটি বিবাদী নং 2-এর পক্ষে যাক। লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদীদের পক্ষে মামলাটি ছিল-এখানে আপিলকারীরা যে বিবাদীরা বাদীর 'এখন' ভাড়াটিয়া নয় বরং মামলা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক।। থেকে 3 অনুচ্ছেদে লিখিত বিবৃতিতে নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ -

1. " বর্তমান মামলাটি রক্ষণযোগ্য নয় কারণ উত্তরদাতা বিবাদীরা এখন বাদীর ভাড়াটিয়া নয় বরং মামলা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। বাদী মামলার সম্পত্তিটি উত্তরদাতা আসামীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন যার জন্য কিছু নথি ডি বাদী দ্বারা উত্তরদাতা আসামী নং-এর পক্ষে কার্যকর করা হয়েছিল। 2 / 15.01.2017 এবং 29.01.2017-এ সীমা বেগম, তাই বাদীর মামলাটি ভারী মূল্যে খারিজ হওয়ার যোগ্য।

2. যে বাদী মামলার বিষয়বস্তু ও সত্য ঘটনা গোপন করে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা দায়ের করেছেন এবং বাদী উত্তরদাতাদের হয়রানি করতে চান এবং বর্তমান মামলা দায়ের করে উত্তরদাতাদের আন্তরিক অর্থ দখল করতে চান। এটি জমা দেওয়া হয় যে বাদীর মামলাটি আইনের দৃষ্টিতে রক্ষণযোগ্য নয় কারণ এই বিষয়টি দখল, এফ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা, স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং মেসন লাভের মামলা নয়। পক্ষগুলির মধ্যে কিন্তু এটি মালিকানা, প্রতারণা এবং 500 টাকার অর্থ দখলের বিষয়। 19 উত্তরের লক্ষ লক্ষ
বিবাদী এবং এটি পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি মেনে চলার বিষয় যা বাদী দ্বারা 29.01.2017-এ কার্যকর করা হয় তাই বাদীর মামলাটি খরচ সহ খারিজ করার জন্য দায়বদ্ধ। 3. এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে মামলার সম্পত্তি বিবাদীদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কিত। আসামী নং। 2 / সীমা বেগম স্যুট সম্পত্তির পরম মালিক এবং স্যুট সম্পত্তিতে তাঁর সমস্ত অধিকার বা আগ্রহ রয়েছে। তিনি স্যুট সম্পত্তি এবং স্যুট সম্পত্তির অন্যান্য অংশ (পরিমাপ এলাকা 30 এইচ 778) কিনেছেন।3

3. এটা দাখিল করা হচ্ছে যে মামলার সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বিবাদীদের সাথে সম্পর্কিত। বিবাদী নং ২/সীমা বেগম মামলার সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক এবং মামলার সম্পত্তিতে তার সমস্ত অধিকার বা স্বার্থ রয়েছে। তিনি মামলার সম্পত্তি এবং মামলার সম্পত্তির অন্যান্য অংশ কিনেছেন

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

এসকিউ। গজ এবং 50 বর্গ কিলোমিটার। গজ) এবং আসামীরা নিয়েছি
. বাদীর কাছ থেকে মামলা সম্পত্তির উভয় অংশের শান্তিপূর্ণ দখল। আসামী নং। 2 নির্দিষ্ট কারণে একটি মামলা/মামলাও দায়ের করেছে বাদীর বিরুদ্ধে চুক্তি, ঘোষণা, উচ্ছেদ এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা, যা মহামান্য শ্রীযুক্তের আদালতে বিচারের জন্য বিচারাধীন রয়েছে। সনাতন প্রসাদ, এলডি। এডিজে, পূর্ব, কে. কে. ডি আদালত, দিল্লি "এইভাবে উপরোক্ত থেকে, এটা স্পষ্ট যে বিবাদীরা মামলা সম্পত্তির মালিকানা দাবি করছে। আসামী নং। 2 মালিক হিসাবে নিজের মালিকানা দাবি করছে এবং মালিক বলে দাবি করছে। এটিও দেখা যায় যে বাদী মালিক হিসাবে মামলাটি দায়ের করেছেন। এটি সি-এর বিরোধে নেই এবং এমনকি বিবাদীদের পক্ষ থেকেও মামলাটি হল যে বিবাদী নং 2 মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাদীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলাটি দায়ের করেছিলেন, যার অর্থ একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে যে বাদীই মালিক।
. 9. এই পর্যায়ে এটি লক্ষ করা উচিত যে বিবাদী নং 2 কে মালিক বলা যাবে না কারণ নির্দিষ্ট পারফরম্যান্সের জন্য তার মামলাটি এখনও বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। যতক্ষণ না তার পক্ষে কোনও ডিক্রি পাস হয় এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য ডিক্রি পাস হয় এবং/অথবা এই ধরনের ডিক্রি অনুসারে বিক্রয় দলিল কার্যকর করা হয়, ততক্ষণ তাকে মামলা সম্পত্তির মালিক বলা যাবে না। নির্দিষ্ট ই কার্য সম্পাদনের জন্য মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, বাদী-এখানে উত্তরদাতা মালিক এবং বিবাদী নং ।- আপিলকারী এখানে ভাড়াটিয়া হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। । অনুচ্ছেদে লিখিত বিবৃতিতে বিবাদীরা বিশেষভাবে বলেছেন যে বিবাদীরা বাদীর 'এখন' ভাড়াটিয়া নয় বরং মামলা সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে। উপরন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাদী এফ-এর পক্ষে নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের মামলা নিষ্পত্তি না হয়, বিশেষ করে বিবাদী নং 2-এর পক্ষে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মালিক বলা যাবে না এবং তাই বাদী-বিবাদী এখানে মালিক হিসাবে রয়েছেন এবং বিবাদী নং । ভাড়াটিয়া হিসাবে রয়েছেন। অতএব, উপরোক্ত বিষয়টিকে বাদীর মালিকানা সম্পর্কে বিবাদীদের পক্ষ থেকে একটি স্বীকৃতি হিসাবে যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয় এবং বিবাদী নং । হলেন জি একজন ভাড়াটিয়া। অতএব, হাইকোর্ট যথাযথভাবে সিপিসি-র আদেশ দ্বাদশ বিধি 6-এর অধীনে ভর্তির উপর ডিক্রি পাস করেছে যা তথ্যে এ মামলার পরিস্থিতি ভুল বলা যায় না। যাইহোক, একই সময়ে, যখন বাদী নং 2 দ্বারা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য বাদী বিরুদ্ধে দায়ের করা মূল মামলাটি বিচারাধীন থাকে, তখন এটি লক্ষ্য করতে হবে যে বিতর্কিত রায় দ্বারা হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি এবং

[এম আর শাহ, জে।]

আদেশ সর্বদা বাদীর বিরুদ্ধে 2 নং আসামীর দায়ের করা উক্ত মামলার ফলাফলের সাপেক্ষে হবে এবং যদি শেষ পর্যন্ত সে মামলায় সফল হয় এবং নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য একটি ডিক্রি পাস হয় এবং বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট দখলের জন্য ডিক্রি পাস করে (যদি অনুরোধ করা হয়), তাহলে প্রয়োজনীয় পরিণতি অনুসরণ করা হবে এবং আপীল দায়ের সাপেক্ষে বাদীকে 'খ' নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য মামলায় পাস করা ডিক্রি মেনে চলতে হবে। এটি আরও বলার অপেক্ষা রাখে না যে চুক্তির নির্দিষ্ট সম্পাদনের জন্য বিবাদী নং 2 দ্বারা দায়ের করা মামলায় বিদ্বান বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনও নিষেধাজ্ঞা প্রভাবিত হবে না যদি না পরবর্তীকালে বিবাদী নং 2-এর পক্ষে কোনও নিষেধাজ্ঞার আদেশ বিদ্বান বিচার আদালত দ্বারা সংশোধন করা হয়।

।0। উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, বর্তমান আপিল ব্যর্থ হয় এবং হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশ পূর্ববর্তী 9 নং অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়। মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়।

দেবিকা গুজরাল

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen